জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৭ ৩৪ তম সংখ্যা

বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় দিবস-২০১৭ উদ্‌যাপিত

বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে ২২ অক্টোবর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় দিবস-২০১৭ তথা ১২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। সকালে শহীদ মিনার চত্বরে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করা হয়। বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের শুভ উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান। ট্রেজারার অধ্যাপক মোঃ সেলিম ভূঁইয়া, ডিন, রেজিস্ট্রার, চেয়ারম্যান, পরিচালক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় দিবস-২০১৭ উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালির একাংশ

এরপর উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমানের নেতৃত্বে ব্যান্ডদলে সুসজ্জিত প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর শোভাযাত্রাটি শহীদ মিনার চত্বর হতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে রায় সাহেব বাজার মোড় ঘুরে, ভিক্টোরিয়া পার্ক পরিক্রমণ করে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সমাপ্ত হয়। এসময় ছাত্র-ছাত্রীরা নানা রঙ-বেরঙের টি-সার্ট ও শাড়ি পরে নেচে গেয়ে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া প্রতিটি বিভাগের শিক্ষক-ছাত্রছাত্রী, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ নিজস্ব বিভাগীয় ব্যানারে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে।

সকাল ১১টায় বিজ্ঞান ভবন চত্বরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কমচারীকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বলেন, "আইন অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক যুগ পূর্তি হলেও প্রকৃত পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এর কার্যক্রম শুরু হয় ২০১১ সাল থেকে। এই ১২ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় চ্যালেঞ্জ ছিল কালচারাল পরিবর্তন সাধন করা। কলেজের কালচার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমরা গুরুত্ব সহকারে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি পরিপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি প্রবর্তনের জন্য এমফিল, পিএইচডি প্রোগ্রাম চালু করার মধ্য দিয়ে গবেষণা কার্যক্রম শুরু করি। অতীতে জার্নাল ছাড়া আমাদের অন্য কোনো প্রকাশনা ছিল না। এবার আমরা ১২ বছরে এসে প্রকাশনা কার্যক্রম শুরু করেছি।"

আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন উপাচার্য

তিনি আরো বলেন, "একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল সম্পদ হলো মেধাবী শিক্ষার্থী ও শিক্ষক। এই সম্পদের উন্নয়ন ঘটে গবেষণার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান অন্বেষণে। যদিও আমাদের অবকাঠামোগতসহ বেশ কিছু সমস্যা বিদ্যামান রয়েছে, সেগুলো দূরীকরণে কাজ করছি। অবকাঠামোগত সমস্যা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের বাঁধা হতে দেয়া হবে না। কেরাণীগঞ্জে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিশ্বমানের আবাসিক হল, ক্লাসরুম, লাইব্রেরি, জিমনেসিয়াম, মেডিকেল সেন্টার, খেলার মাঠ, বোটানিক্যাল গার্ডেন, গবেষণা কেন্দ্রসহ অন্যান্য অবকাঠামোসমূহ নির্মাণ করা হবে।"

আলোচনা সভায় রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মোঃ ওহিদুজ্জামান-এর সঞ্চালনায় ট্রেজারার অধ্যাপক মোঃ সেলিম ভূঁইয়া, ডিনদের পক্ষ থেকে ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডিন, শিক্ষক সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কর্মকর্তা সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সভাপতি, কর্মচারী সমিতির সভাপতি প্রমুখ বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়া আলোচনা সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ইনসিওর ল্যান্ডমার্ক লিঃ, ঢাকা-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শরিফ উদ্দিন আহমেদ। এদিকে ১২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ বার্তা এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শিক্ষকদের গবেষণাধর্মী পাণ্ডুলিপি পুস্তাকারে প্রথম প্রকাশনা-এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের খণ্ডচিত্র

এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দের অংশগ্রহণে সংগীতানুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এরমধ্যে নৃত্য, দলীয় সংগীত, নজরুল গীতি, লোক সংগীত উল্লেখযোগ্য। শিল্পীরা মনোমুগ্ধকর গান পরিবেশন করে দর্শকদের মাতিয়ে রাখে। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ সকলে উদ্বেলিত ও উৎফুল্ল হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একযুগ পূর্তি উদ্‌যাপন করে। এরপর বিজ্ঞান ভবন চত্বরে কনসার্ট আয়োজিত হয়। কনসার্টে দেশের খ্যাতনামা ব্যান্ড গ্রুপ দলছুট অংশগ্রহণ করে। বিশ্ববিদ্যালয় দিবস-২০১৭ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবনসমূহ আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা হয়।

বিপন্ন রোহিঙ্গাদের জন্য ত্রাণ সামগ্রী হস্তান্তর অনুষ্ঠান

মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের জন্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে 'ত্রাণ সামগ্রী হস্তান্তর অনুষ্ঠান' ৮ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

ত্রান সামগ্রী হস্তান্তর অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট মন্ত্রী, উপাচার্য ও অতিথিবৃন্দ

এতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, বীর বিক্রম, এম.পি. বলেন, "শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় যে ত্রাণ সামগ্রী রোহিঙ্গাদের জন্য প্রদান করেছে তা অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সুষ্ঠুভাবে রোহিঙ্গাদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে

রোহিঙ্গাদের জন্য তিন হাজার একর জায়গায় পঁচাত্তর হাজার ঘর ও আঠার হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। তাদের খাদ্য, অস্থায়ীভাবে বসবাসের স্থান, পানীয়, পয়ঃনিস্কাশন ও চিকিৎসাসহ অন্যান্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে- যা বিশ্ব দরবারে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হচ্ছে। রোহিঙ্গাদের জন্য এই ত্রাণ কর্মসূচিতে সরকারি বরাদ্দের পাশাপাশি দেশী-বিদেশী ব্যাপক সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে।"

তিনি আরো বলেন, "প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানবতার পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং বিপন্ন রোহিঙ্গাদের সাদরে গ্রহণ করে তাদের পাশে থাকার জন্য দেশবাসীর প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। শেখ হাসিনার জন্য বাংলাদেশ ধন্য। তিনি শুধু বাংলাদেশের নেত্রী নন, বিশ্বের মানবতার নেত্রী। তাই বিশ্ব দরবারে তাকে 'মাদার অব ইউম্যানিটি' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।"

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বলেন, "রোহিঙ্গা সমস্যা নতুন করে সৃষ্ট নয়, ১৯৭৮ সাল হতে এই সমস্যার সূত্রপাত ঘটে। প্রকৃতপক্ষে রোহিঙ্গা সমস্যা বাংলাদেশের নয়। রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান মিয়ানমারকেই করতে হবে। মানবতার জন্য বাংলাদেশ আপতত রোহিঙ্গাদের সহযোগিতা করছে। প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রোহিঙ্গা সমস্যা আজ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আলোচিত বিষয়। রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে আনান কমিশনের সুশারিশসহ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত পাঁচ দফা অতি দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। তবেই এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান হওয়া সম্ভব হবে।"

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মোঃ সেলিম ভূঁইয়া-এর সভাপতিত্বে এবং রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মোঃ ওহিদুজ্জামান-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ শাহ্ কামাল। এছাড়াও অনুষ্ঠানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. প্রিয়ব্রত পাল, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সেলিম, কর্মকর্তা সমিতির সাধারণ সম্পাদক, কর্মচারী সমিতির সভাপতি, সহায়ক কর্মচারী সমিতির সভাপতি প্রমুখ বক্তব্য প্রদান করেন। এসময় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগের চেয়ারম্যান, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান ত্রাণসামগ্রীসমূহ মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট হস্তান্তর করেন। উল্লেখ্য, আগামী ২০ অক্টোবর, ২০১৭ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একযুগ পূর্তি হতে যাচ্ছে। এবারের বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের আড়ম্বরতা পরিহার করে উক্ত অনুষ্ঠানের জন্য ব্যয়িতব্য অর্থ মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের মাঝে বিতরণের ব্যাপারে গত ১৮ সেপ্টেম্বর (সোমবার) বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে গঠিত কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। এছাড়া ত্রাণ কার্যক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তর অংশগ্রহণ করছে। এই কর্মসূচি আওতায় শিশু খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসহ প্রায় ১৫ পনের লক্ষ টাকার ত্রাণ সামগ্রী ১,০০০ রোহিঙ্গা পরিবারের মাঝে বিতরণ করা সম্ভব হবে।

পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উপলক্ষে সেমিনার ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান-২০১৭ অনুষ্ঠিত

পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে ২৯ নভেম্বর 'সেমিনার ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান-২০১৭' বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ট্রেজারার অধ্যাপক মোঃ সেলিম ভূঁইয়া।

ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে আলোচক ও অতিথিবৃন্দ

সেমিনারে 'মহানবী (সা.)-এর সামাজিক শিষ্টাচার নীতি ও বর্তমান মুসলিম সমাজ: একটি পর্যবেক্ষণ' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. ইব্রাহীম খলিল। এতে প্রধান আলোচক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ এবং আলোচক হিসেবে 'ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা.) উদ্‌যাপন উপ-কমিটি-২০১৭'-এর আহ্বায়ক ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ বক্তব্য প্রদান করেন।

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক মুহাম্মদ খাইরুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোস্তফা কামাল। আলোচনা সভা শেষে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উপলক্ষে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এসময় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগের চেয়ারম্যান, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

একাডেমিক সংবাদ

শিক্ষার্থীদের প্রণোদনা প্রদানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বৃত্তি দ্বিগুন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রণোদনা প্রদানে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মেধা বৃত্তি দ্বিগুন করা হয়েছে। ০৯/১০/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের অনুকূলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত সভায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় একুশ লক্ষ টাকা বৃত্তি প্রদান করা হবে। মেধাবৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা এখন থেকে ২,৪০০ টাকার পরিবর্তে ৪,৮০০ টাকা করে পাবেন।

উল্লেখ্য ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মোট ২,৫৮১জন শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক পর্যায়ে ৫০ জনকে মেধাবৃত্তি, ১২৪ জনকে অবৈতনিক বৃত্তি, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ৪৩ জনকে মেধা বৃত্তি, ২৫ জনকে অবৈতনিক বৃত্তি; ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক পর্যায়ে ১৮০ জনকে মেধাবৃত্তি, ৪৫৩ জনকে অবৈতনিক বৃত্তি, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ৪২ জনকে মেধা বৃত্তি, ৫৬ জনকে অবৈতনিক বৃত্তি; ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক পর্যায়ে ১৬১ জনকে মেধাবৃত্তি, ৫৩২ জনকে অবৈতনিক বৃত্তি, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ৩৩ জনকে মেধা বৃত্তি, ৪৮ জনকে অবৈতনিক বৃত্তি; ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক পর্যায়ে ১৯৫ জনকে মেধাবৃত্তি, ৫৮২ জনকে অবৈতনিক বৃত্তি, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ২১ জনকে মেধা বৃত্তি এবং ৩৬ জনকে শিক্ষার্থীকে অবৈতনিক বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস' অন্তর্ভুক্ত

দেশপ্রেম এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিষয়ে আরো সচেতন করে তুলতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অনুষদের বিভাগসমূহের জন্য আবশ্যিক পাঠ্যক্রম হিসেবে 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ উপলক্ষে ৬ ডিসেম্বর সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বলেন, "ইতিহাস চর্চা শুধু নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তরুণদের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ৭৫-এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা শুরু হয়েছিল। ৫২', ৬৯', ৭১'-এর বাঙালি জাতির ঐতিহাসিক আন্দোলনের ইতিহাসকে মুছে ফেলার জন্য স্বাধীনতা বিরোধীরা সক্রিয়। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস কখনও মুছে ফেলা যায় না।"

তিনি আলো বলেন, "অগ্রসরমান প্রগতিশীল চিন্তা চেতনায় যারা সবসময় বিরোধিতা করেছিল, তারাই ৭৫'-এ নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল। বাঙালি জাতির ইতিহাসকে বদলে দিতেই সেই ঘটনা ঘটানো হয়েছিল। এই ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম জাতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবে এবং নিজেদের দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।"

জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক ড. মিল্টন বিশ্বাস-এর সঞ্চালনায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. প্রিয়ব্রত পাল, লাইফ অ্যান্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ জাকারিয়া মিয়া, কলা অনুষদের সাবেক ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সেলিম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. অরুণ কুমার গোস্বামী, দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দার, মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী সাইফুদ্দীন, রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মোঃ ওহিদুজ্জামান, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মোঃ তরিকুল ইসলাম বক্তব্য প্রদান করেন।

বক্তব্য শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়। এসময় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগের চেয়ারম্যান, শিক্ষক ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, জঙ্গিবাদ উত্থান রোধে, সত্যিকারের দেশ প্রেমিক ও সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের

ইতিহাস' বিষয়ে পাঠদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের ৪০-তম সভায় এবং ৭৪-তম সিন্ডিকেট সভায় বিষয়টি অনুমোদিত হয়। ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে সকল বিভাগের শিক্ষার্থীদের কারিকুলামে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আবাসন ঋণ প্রদান সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসন সংক্রান্ত ঋণ প্রদানের লক্ষে অগ্রণী ব্যাংক লিঃ থেকে একশত কোটি টাকার একটি ঋণ প্রকল্প বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছে। এ উপলক্ষে ২১ ডিসেম্বর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও অগ্রণী ব্যাংক লিঃ-এর মাঝে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান উপাচার্য মহোদয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে স্বাক্ষর করেন ট্রেজারার অধ্যাপক মোঃ সেলিম ভূঁইয়া এবং অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ব্যবস্থাপক বিধান চন্দ্র। এসময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, রেজিস্ট্রার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. প্রিয়ব্রত পাল, সাধারণ সম্পাদক ড. মোহাম্মদ আব্দুল বাকী, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক প্রতিনিধিবৃন্দ ও অগ্রণী ব্যাংক লিঃ-এর ডিজিএম শামীম আহমেদসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আবাসন ঋণ প্রদান সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

উল্লেখ্য, এই চুক্তির আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ আবেদনের প্রেক্ষিতে পর্যায়ক্রমে জমি ক্রয়/গৃহ নির্মাণ/ফ্যাট ক্রয়/বাড়ি ক্রয় সংক্রান্ত ঋণ সুবিধা লাভ করবে।

বিভাগীয় কার্যক্রম/সেমিনার

প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় স্থান দখল

বাংলাদেশ এডভান্স কম্পিউটার সোসাইটি এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি কর্তৃক ৪-৮ অক্টোবর ন্যাশনাল প্রোগ্রামিং ক্যাম্প ২০১৭-এর প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের JnU-Slacker Coder দল কৃতিত্বের সাথে অংশগ্রহণ করে দ্বিতীয় স্থান দখল করে।

এছাড়াও, ১৭ নভেম্বর নটরডেম ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত NDUB CSF FEST-2017 (Inter University Programming Contest)-এ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের SLACKE RCODER টিম ২য় রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

বিশ্ব মানসিক দিবস উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভা

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালির একাংশ

'Mental Health in Workplace' স্লোগানকে সামনে রেখে 'বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস-২০১৭' উপলক্ষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে 'হেকেপ-সিপিএসএফ ২৯২'-এর আওতায় ১০ অক্টোবর স্বাস্থ্য সচেতনামূলক র‍্যালি বিজ্ঞান ভবন থেকে শুরু হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান-এর নেতৃত্বে র‍্যালিটি পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে এবং এতে মনোবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করে।

র‍্যালি পরবর্তীতে 'কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য' শীর্ষক একটি সেমিনার সিগমুন্ড ফ্রয়েড হলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক. ড. মীজানুর রহমান ও সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ড. অশোক কুমার সাহা। আলোচনা সভায় বিভাগীয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

IEEE Student Branch-এর অভিষেক অনুষ্ঠান এবং IEEE Day উপলক্ষে সেমিনার

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় IEEE Student Branch-এর অভিষেক অনুষ্ঠান এবং IEEE Day উপলক্ষে সেমিনার ২৪ অক্টোবর কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. দীপিকা রানী সরকার, IEEE Student Branch-এর সেক্রেটারি চৌধুরী আকরাম হোসেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. উজ্জ্বল কুমার আচার্য্য এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের IEEE Student Branch-এর কাউন্সিলর এবং কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব মেহনাজ তাবাস্সুমসহ বিভাগীয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ। অনুষ্ঠান শেষে উপাচার্য কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের নতুন হার্ডওয়্যার ল্যাব উদ্বোধন করেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ-পূর্তিতে আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠিত

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ-পূর্তি উপলক্ষে ২৫ অক্টোবর বাংলা বিভাগের উদ্যোগে 'আনন্দ উৎসব' বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। নৃত্য পরিবেশনা, গান, কবিতা আবৃত্তি, কৌতুক ও নাটিকা প্রদর্শনীসহ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যুগ-পূর্তিতে আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠানে বিশেষ মুহূর্ত

অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করে প্রধান অতিথি বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বলেন, "এ ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুধু আনন্দ লাভ হয় তা না, শিক্ষার্থীদের মনন বিকাশের বিরাট ভূমিকা রাখে। সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড মানুষের মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করে। তাই সকল বিভাগের শিক্ষার্থীদের এই ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত থাকা প্রয়োজন।"

বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আরজুমন্দ আরা বানু-এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ট্রেজারার অধ্যাপক মোঃ সেলিম ভূঁইয়া এবং কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সেলিম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ড. পারভীন আক্তার জেমী। এসময় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগের চেয়ারম্যান, দপ্তরের পরিচালক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

'জাতীয় অধ্যাপক এ. এফ. সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ: মানুষ ও ইতিহাসবিদ' শীর্ষক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের উদ্যোগে 'জাতীয় অধ্যাপক এ. এফ. সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ: মানুষ ও ইতিহাসবিদ' শীর্ষক স্মরণসভা ৩০ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

সালাহউদ্দীন আহমদকে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনায় অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে উল্লেখ করে প্রধান অতিথির বক্তেব্য উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বলেন, "বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় ইতিহাস গবেষণা করে দেখা হয়। ইতিহাস নিয়ে যারা গবেষণা করেন তাদের জন্য সালাহউদ্দীন স্যার এক অনন্য উদাহরণ। তিনি ইতিহাসকে একটি ম্যাথডোলজি প্রক্রিয়ায় এনে চর্চা করার সিদ্ধান্ত দিতেন।"

স্মরণসভায় মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন আলোচক ও অতিথিবৃন্দ

'সালাহউদ্দীন আহমদ: মানুষ ও ইতিহাসবিদ' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সেলিম। ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. খোদেজা খাতুন-এর সভাপতিত্বে এবং সহকারী অধ্যাপক আব্দুস সামাদের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক মোঃ সেলিম ভূঁইয়া এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। এছাড়াও আলোচক হিসেবে উপস্থিত বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মেসবাহ কামাল এবং মিল্টন কুমার দেব। এসময় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগের চেয়ারম্যান, শিক্ষক, দপ্তরের পরিচালক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এ. এফ. মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশন গোল্ড মেডেল অ্যাওয়ার্ড প্রদান ও ৬ষ্ঠ ব্যাচের বিদায় অনুষ্ঠান

এ. এফ. মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশন এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের উদ্যোগে ২২ নভেম্বর 'এ. এফ. মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশন গোল্ড মেডেল অ্যাওয়ার্ড ও ৬ষ্ঠ ব্যাচের বিদায় অনুষ্ঠান-২০১৭' বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন অতিথি ও আয়োজকগণ

প্রধান অথিতির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বলেন, "বিশ্বভ্রমন্ডকে বুঝতে হলে গণিতের সামগ্রিক বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের মাঝে গণিতের ভয়কে দুর করতে হবে। বিজ্ঞানের ভাষাই হচ্ছে গণিত। তাই গণিতকে সর্বদা চর্চায় রাখতে হবে।"

তিনি আরো বলেন, "নবীন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আমাদের সমীবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আমরা অভিষ্ট লক্ষে পৌঁছে যাচ্ছি। বিশ্বায়নের যুগে প্রতিযোগিতায় আমাদের টিকে থাকতে হলে গণিতের প্রতি আরো গুরুত্বারোপ করতে হবে। সেজন্য গণিত বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের গবেষণামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে নিজেদের স্বকীয়তা তুলে ধরতে হবে।" এসময় উপাচার্য এ. এফ. মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশনকে এ জাতীয় ব্যতিক্রমধর্মী দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গণিত ভবন প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।

গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ রেজাউল করিম-এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. দীপিকা রানী সরকার ও এ. এফ. মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি এম নুরুল আলম।

স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ও গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. পেয়ার আহম্মেদ এবং সঞ্চালনা করেন এ. এফ. মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশনের গোল মেডেল অ্যাওয়ার্ড এবং বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সদস্য সচিব ও গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ মন্ডল। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মোঃ ওহিদুজ্জামান।

অনুষ্ঠানে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য মাস্টার্স পর্যায়ে একজন এবং অনার্স পর্যায়ে দুইজন শিক্ষার্থীকে গোল্ড মেডেল, নগদ পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এছাড়া গণিত বিভাগের চারজন শিক্ষার্থী যারা ৩৬তম বিসিএস পরীক্ষায় মনোনয়ন পেয়েছেন তাদেরকে বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় সেশনে মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয় এবং বিদায়ী শিক্ষার্থীদের ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এছাড়াও বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এসময় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগের চেয়ারম্যান, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম 'বাংলাদেশ বোটানি অলিম্পিয়াড-২০১৭' অনুষ্ঠিত

উদ্ভিদবিজ্ঞানের জ্ঞানকে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বোটানিক্যাল সোসাইটি ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে বাংলাদেশ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর এবং হামদার্দ ওয়াক্ফ বাংলাদেশ-এর সহায়তায় প্রথমবারের মতো 'বাংলাদেশ বোটানি অলিম্পিয়াড-২০১৭ (ঢাকা অঞ্চল)' অনুষ্ঠান ২৫ নভেম্বর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

'বাংলাদেশ বোটানি অলিম্পিয়াড-২০১৭' উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালির একাংশ

জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, মশাল প্রজ্জ্বলন ও বেলুন উড়িয়ে প্রধান অতিথি হিসেবে অলিম্পিয়াডের উদ্বোধন করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান। এরপর উপাচার্যের নেতৃত্বে একটি র‍্যালি পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালিতে অতিথিবৃন্দ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালি শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে আলোচনা সভা, পরীক্ষা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

বোটানি অলিম্পিয়াড উদ্‌যাপন কমিটি-২০১৭-এর আহ্বায়ক (ভারপ্রাপ্ত) এবং উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. মোঃ মনিরুজ্জামান খন্দকার-এর সভাপতিত্বে এবং উদ্‌যাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বিভাস কুমার সরকার-এর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ট্রেজারার অধ্যাপক মোঃ সেলিম ভূঁইয়া এবং জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর ঢাকার মহা-পরিচালক স্বপন কুমার রায়।

এছাড়াও প্রশ্নত্তোর পর্বে অংশগ্রহণ করেন উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ মনিরুজ্জামান খন্দকার, অধ্যাপক ড. কাজী সাখাওয়াত হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. আবদুল আজিজ, অধ্যাপক ড. শামীম শামছি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আজিজুর রহমান প্রমুখ। উল্লেখ্য, ঢাকা মহানগরীর উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ১৭টি উল্লেখযোগ্য কলেজের প্রায় তিন শতাধিক শিক্ষার্থী অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করেন। অতিথিবৃন্দ বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার তুলে দেন। অলিম্পিয়াডে দশজন শিক্ষার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

রসায়ন বিভাগে 'Scope for Higher Study Abroad' শীর্ষক সেমিনার

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন সমিতির উদ্যোগে ৩০ নভেম্বর 'Scope for Higher Study Abroad' শীর্ষক সেমিনার রসায়ন বিভাগের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান। রসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সৈয়দ আলম এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. দীপিকা রাণী সরকার। এছাড়াও অনুষ্ঠানে রসায়ন বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ এবং GRE Center উচ্চশিক্ষায় সুযোগ ও নিজেকে তৈরি করতে প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন করেন। এসময় বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস-২০১৭ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

'সবার জন্য টেকসই ও সমৃদ্ধ সমাজ' স্লোগানকে সামনে রেখে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস-২০১৭ উপলক্ষে আলোচনা সভা ৭ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বলেন, "যারা পরিপূর্ণভাবে জন্ম লাভ করেছে, তাদের উচিত যারা অপূর্ণভাবে জন্মলাভ করেছে তাদের সর্বদা সহযোগিতা করা। জনসংখ্যার অপরিপূর্ণ মানুষগুলোকে বাদ দিয়ে সমাজ সার্বিক উন্নয়নে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।"

তিনি আরো বলেন, "শারিরীক বা মানসিক প্রতিবন্ধীদের সহায়তার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য কন্যা সায়মা ওয়াজেদ সারা বিশ্বে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বর্তমান সরকারও প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে এবং তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে নানা রকম কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে তাদের কোন টিউশন ফি লাগবে না এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নকালে তাদের যথাসম্ভব সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে।"

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দ

কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ আতিয়ার রহমান-এর সভাপতিত্বে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. নূর মোহাম্মদ। প্রতিবন্ধী দিবস উদ্‌যাপন কমিটি-২০১৭-এর সদস্য-সচিব ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ নজরুল ইসলাম আলোচক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. অশোক কুমার সাহা প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। এদিকে, বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস-২০১৭ উপলক্ষে উপাচার্যের নেতৃত্বে একটি র‍্যালি পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড'-এর অন্তর্ভুক্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে সেমিনার

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণকে বিশ্ব ঐতিহ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড'-এর তালিকায় গৌরবোজ্জ্বল অন্তর্ভুক্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১১ ডিসেম্বর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে সেমিনার বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মন্ডলীর মাননীয় সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মুকুল বোস।

মূল আলোচকের বক্তব্যে বাংলাদেশ তথ্য কমিশনের তথ্য কমিশনার ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. খুরশীদা বেগম বলেন, "বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণে মুক্তির পথের কথা, দায়িত্ববোধের কথা, গণতন্ত্রের যাত্রাপথের কথা, জাতি নির্মাণের কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। মূলত একটি জাতি নির্মাণের হওয়ার পরে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে কোন বিচ্ছিন্নতাবাদ ছিল না। 'এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম'-তাঁর ভাষণের একটি কথায় বাঙালির জাতির স্বাধীনতার নির্দেশনা ছিল। বঙ্গবন্ধু একাই ছিলেন যুদ্ধকালীন ক্রান্তিকালের স্বপ্নদ্রষ্টা। স্বাধীনতা লাভের জন্য পুরুষ-মহিলা-নির্বিশেষে সকলকে ঘরে ঘরে দুর্গ তোলার কথা বলেছেন। এখানে তিনি কখনও ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গের কোন ভেদাভেদ করেন নি।"

সেমিনারে মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন অতিথি ও আলোচকবৃন্দ

তিনি আরো বলেন, "জাতীয় জীবনে এখনও তাঁর ভাষণ দিক নির্দেশনা দেয়। তরুণ প্রজন্ম যাতে জঙ্গিবাদ ও ভ্রান্ত মতবাদে বিভ্রান্ত না হয়, সেজন্য তরুণদের নিকট বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো নিয়ে আরো আলোকপাত করা প্রয়োজন।"

অনুষ্ঠানে বিশেষ আলোচক হিসেবে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বলেন, "বঙ্গবন্ধু ইতিহাস ও রাজনীতির বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাঁর বক্তব্যের দূরদর্শীতার কারণে ৭ই মার্চের ভাষণ আন্তর্জাতিক সম্পদে পরিণত হয়েছে। ৭ই মার্চের ভাষণে শুধুমাত্র মুক্তিকামী মানুষের কথাই উল্লেখ ছিল না, সারা বিশ্বে যেখানে যেখানে নিপীড়ন, শোষণ, বঞ্চনা চলছে-তাদের ব্যাপারে এখনও প্রাসঙ্গিক বঙ্গবন্ধুর ভাষণ।"

তিনি আরো বলেন, "বঙ্গবন্ধুর ভাষ্য মতে, গণতন্ত্র মানে হচ্ছে ন্যায্য কথা। এরজন্য কোন সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রয়োজন নেই।"

সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন সেমিনারের সভাপতি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. অরুণ কুমার গোস্বামী। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক দীপক কুমার বিশ্বাস ও লুৎফুন্নাহার-এর সঞ্চালনায় '৭ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা ও ইউনেস্কোর মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড এর স্বীকৃতি' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রাকিবা সুলতানা রত্না এবং 'বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ সহকারী অধ্যাপক নূরানা মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এসময় বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও ছাত্রনেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মার্কেটিং বিভাগে 'ক্যাম্পাস রিক্রুটমেন্ট'

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেটিং বিভাগের গ্র্যাজুয়েটদের চাকুরি প্রদানের জন্য ১২ নভেম্বর Oppo Bangladesh-এর মানব সম্পদ বিভাগ 'ক্যাম্পাস রিক্রুটমেন্ট' এর আয়োজন করে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেটিং বিভাগের কর্পোরেট জগতের ধারাবাহিক অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ আবেদনকারীদের মধ্য থেকে প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা, গ্রুপ ডিসকাশন এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সেলফ এক্সিকিউটিভ ও মনিটর পদে নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, মার্কেটিং বিভাগের চেয়ারম্যান মো. জহির উদ্দিন আরিফ ঢাকাস্থ হোটেল লা মেরিডিয়ান-এ Oppo Bangladesh-এর ক্যান্ট্রি ডিরেক্টর মি. ড্যামন ইয়াং, এর ব্র্যান্ড বিভাগ ও মানব সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে ৮ নভেম্বর-২০১৭ তারিখে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং ক্যাম্পাস রিক্রুটমেন্টের বিষয়ে আলোচনা করেন। মার্কেটিং বিভাগের অন্যান্য শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অত্র রিক্রুটমেন্ট প্রোগ্রামে সার্বিক সহযোগিতা করেন।

বিশ্ব দর্শন দিবস উপলক্ষে র‍্যালি অনুষ্ঠিত

বিশ্ব দর্শন দিবস উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালির একাংশ

'Philosophy for Humanity (মানবতার জন্য দর্শন)' স্লোগানকে সামনে রেখে 'বিশ্ব দর্শন দিবস-২০১৭' উপলক্ষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগের উদ্যোগে এক র‍্যালি ১৬ নভেম্বর বের হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান-এর নেতৃত্বে র‍্যালিটি পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালিতে দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দ্দারসহ বিভাগীয় শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক বৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর

'স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধ-শততম জন্ম-জয়ন্তী স্মারক শিক্ষাবৃত্তি' প্রদানের উদ্দেশ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, রামকৃষ্ণ মঠ ও রাম কৃষ্ণ মিশন (ঢাকা)-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক দলিল ২০ নভেম্বর স্বাক্ষরিত হয়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে অধ্যক্ষ স্বামী স্থিরাত্মানন্দ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এসময় দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দ্দার, মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. অশোক কুমার সাহা, অধ্যাপক কল্যাণময় সরকার এবং রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মোঃ ওহিদুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, চুক্তি অনুযায়ী দর্শন বিভাগ থেকে প্রতি বছর স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় ফলাফলের ভিত্তিতে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে অধ্যয়নরত অসচ্ছল ও মেধাবী দুইজন শিক্ষার্থীকে 'স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক বৃত্তি' প্রদান করা হবে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'প্রাণিবিদ্যা অলিম্পিয়াড-২০১৭'-এর 'ঢাকা বি অঞ্চল'- প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ প্রাণিবিদ্যা সমিতির উদ্যোগে ২৭ নভেম্বর 'ঢাকা বি অঞ্চল'-এর 'প্রাণিবিদ্যা অলিম্পিয়াড-২০১৭' জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান।

প্রাণিবিদ্যা অলিম্পিয়াড উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালি।

অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন প্রাণিবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ আবদুল আলীম এবং সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন বিভাগের সহযোগী এ. এইচ. এম. শফিউল্লাহ হাবিব। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে এইচ.এস.সি. ও স্নাতক পর্যায়ে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কুইজ প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক দিলীপ কুমার দাস। এইচ.এস.সি. পর্যায়ে প্রথম ও দ্বিতীয় হয় রাজেন্দ্রপুর কলেজের শিক্ষার্থী এবং স্নাতক পর্যায়ে প্রথম ও দ্বিতীয় হয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগ। উল্লেখ্য, আজ অলিম্পিয়াডে ঢাকার 'বি' অঞ্চলের ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

এদিকে সকালে 'প্রাণিবিদ্যা অলিম্পিয়াড-২০১৭' উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বিজ্ঞান ভবন থেকে শুরু হয়ে পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালিতে উপাচার্য, বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস-২০১৭' উপলক্ষে র‍্যালি অনুষ্ঠিত

'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস-২০১৭' উপলক্ষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এবং নেটওয়ার্কিং অ্যান্ড আইটি দপ্তরের উদ্যোগে ১২ ডিসেম্বর উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমানের নেতৃত্বে একটি র‍্যালি রেব হয়। র‍্যালিটি পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে বিজ্ঞান ভবন চত্বরে শেষ হয়। এসময় বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালির একাংশ

উল্লেখ্য, আইসিটি ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের অর্জনসমূহ এবং আগামী ২০২১ সাল পর্যন্ত সরকারের লক্ষ্যসমূহ সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করতে র‍্যালি, কনসার্টসহ নানা অনুষ্ঠানাদির মধ্যে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস-২০১৭' পালিত হচ্ছে।

গবেষণা ও প্রকল্প

'Survey Result Sharing' শীর্ষক ওয়ার্কসপ

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের হেকেপ প্রজেক্টর আওতায় Institutional Quality Assurance Cell (IQAC), JnU-এর সহায়তায় ২৯ অক্টোবর ফার্মেসি বিভাগে, ৩০ অক্টোবর ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগে, ৬ নভেম্বর আইন বিভাগে এবং ২৭ নভেম্বর পরিসংখ্যান বিভাগে 'Survey Result Sharing' শীর্ষক ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কসপসমূহে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান। এছাড়াও ওয়ার্কসপসমূহে বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও শিক্ষকসহ IQAC-এর পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

'আচারণগত অর্থব্যবস্থা' শীর্ষক সেমিনার

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের হেকেপ প্রজেক্টর আওতায় The Advanced Teaching-Learning in Psychology (ALLP) সাব প্রজেক্টের আওতায় ৩১ অক্টোবর মনোবিজ্ঞান বিভাগের সিগমুন্ড ফয়েড কনফারেন্স কক্ষে 'Behavioural Finance (আচারণগত অর্থব্যস্থা)' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সাব প্রজেক্টের ম্যানেজার ও মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. অশোক কুমার সাহার সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লাইফ এন্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ জাকারিয়া মিয়া। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ভারতস্থ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি-এর ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. রঞ্জিত শিং। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. নূর মোহাম্মাদ। এসময় বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

'Basic Counseling Skill Training Programme' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের হেকেপ প্রজেক্টর আওতায় The Advanced Teaching-Learning in Psychology (ALLP) সাব প্রজেক্টের আওতায় ২১-২৩ নভেম্বর মনোবিজ্ঞান বিভাগে 'Basic Counseling Skill Training Programme' শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লাইফ এন্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ জাকারিয়া মিয়া। প্রশিক্ষণটিতে মাস্টার্স, এম.ফিল ও পিএইচ.ডি-এর প্রায় ৫০ জন গবেষক ও শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষার্থীদের মাঝে সনদ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণটির সার্বিক তত্ত্বধানে ছিলেন সাব প্রজেক্টের ম্যানেজার ও মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. অশোক কুমার সাহা।

'Office Management Procedure' শীর্ষক ট্রেনিং অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের হেকেপ প্রজেক্টর আওতায় Institutional Quality Assurance Cell (IQAC), JnU-এর উদ্যোগে 'Office Management Procedure' শীর্ষক ট্রেনিং প্রোগ্রাম ৩ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান।

ট্রেনিং প্রোগ্রামে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও IQAC-এর পরিচালক ড. কামরুল

আলম খান-এর সভাপতিত্বে IQAC, JnU-এর অতিরিক্ত পরিচালক ড. রাজিনা সুলতানা 'Importance of Ethics for Officers' বিষয়ে এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড-এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ড. মোঃ শাহিদুল ইসলাম তালুকদার 'Ethical Behaviuor & Office Management' বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। ট্রেনিং প্রোগ্রামে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন IQAC, JnU-এর অতিরিক্ত পরিচালক অধ্যাপক ড. আইন-উল হুদা। উল্লেখ্য, ট্রেনিং প্রোগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের ৭৫জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

Ethical Values in Higher Educational Institute শীর্ষক ট্রেনিং প্রোগ্রাম

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের হেকেপ প্রজেক্টের আওতায় Institutional Quality Assurance Cell (IQAC), JnU-এর উদ্যোগে 'Ethical Values in Higher Educational Institute' শীর্ষক ট্রেনিং প্রোগ্রাম ৪ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান। ট্রেনিং প্রোগ্রামে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও IQAC-এর পরিচালক ড. কামরুল আলম খান-এর সভাপতিত্বে সমাজকর্ম বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও IQAC, JnU-এর অতিরিক্ত পরিচালক ড. রাজিনা সুলতানা 'Importance of Ethics for Teachers' বিষয়ে এবং দর্শন বিভাগ অধ্যাপক ড. মোঃ লুৎফর রহমান 'Learning Ethics: Ethics for Teaching' বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। ট্রেনিং প্রোগ্রামে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন IQAC, JnU-এর অতিরিক্ত পরিচালক এবং পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. আইন-উল হুদা। ট্রেনিং প্রোগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত এবং কালো পতাকা উত্তোলন ও কালো ব্যাজ ধারণ করা হয়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে এবং রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

এরপর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, কর্মকর্তা সমিতি, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, সাংবাদিক সমিতি, কর্মচারী সমিতি, সহায়ক কর্মচারী সমিতি-এর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, রেজিস্ট্রার, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, প্রক্টর, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মহান বিজয় দিবসে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন

বিজয় দিবসে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

১৬ ডিসেম্বর 'মহান বিজয় দিবস-২০১৭' উপলক্ষে সকালে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হতে জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

এরপর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, কর্মকর্তা সমিতি, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, সাংবাদিক সমিতি, কর্মচারী সমিতি, সহায়ক কর্মচারী সমিতির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, রেজিস্ট্রার, প্রক্টর, বিভাগের চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ক্যাম্পাসে প্রত্যাবর্তনের পর দিনব্যাপী বিভিন্ন মুক্তিযুদ্ধ ও দেশাত্ববোধক গান পরিবেশিত হয়। এ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান ভবনসমূহ আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা হয়।

নবীনবরণ/বিদায় অনুষ্ঠান

ইংরেজি বিভাগের ৮ম ব্যাচের শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠান

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ৮ম ব্যাচের শিক্ষা সমাপনী অনুষ্ঠান ৬ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ইংরেজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ আবু জাফর-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকসহ ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের এম. এসসি. ওরিয়েন্টেশন

২ ডিসেম্বর মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের এম.এসসি. ইভিনিং 'ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম-২০১৭' অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান। মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শামীমা বেগম এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লাইফ অ্যান্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ জাকারিয়া মিয়া। এছাড়াও এম.এস.সি ইভিনিং ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে বিভাগীয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নিয়োগ/যোগদান

ডিন (কলা অনুষদ)
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আতিয়ার রহমান-কে ৩০ নভেম্বর হতে পরবর্তী দুই বছরের জন্য কলা অনুষদের ডিন হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

চেয়ারম্যান (নৃবিজ্ঞান বিভাগ)
২৬ অক্টোবর হতে নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শাওলী মাহবুব-কে পরবর্তী তিন বছরের জন্য উক্ত বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। অধ্যাপক শাওলী মাহবুব ছুটিতে যাওয়ার প্রেক্ষিতে ১৫ নভেম্বর হতে নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সানজিদা ফারহানা-কে পরবর্তী নির্দেশন না দেয়া পর্যন্ত উক্ত বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

চেয়ারম্যান (মার্কেটিং বিভাগ)
২৩ নভেম্বর হতে মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. হুমায়ুন কবীর চৌধুরী-কে পরবর্তী তিন বছরের জন্য উক্ত বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

ডিগ্রি/সম্মাননা/সদস্যপদ/অংশগ্রহণ

ড. মুহাম্মদ জামির হোসেন
রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জামির হোসেন জাপান সরকার প্রদত্ত Monbukagakusho (MEXT) Schoarship এর আওতায় পিএইচ.ডি কোর্স সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার শিরোনাম ছিল 'Rheology of Highly Concentrated Nanofluid with surface modified nonoparticles synthesized in supercritical water'। কোরিয়ার Seoul National University-তে অনুষ্ঠিত Supergreen 2015-এ তাঁর গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করে তিনি Best Poster Award লাভ করেন।

ড. মোহাম্মদ রাজিবুল হক আকন্দ
রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রাজিবুল হক আকন্দ January 2016 to December 2017 পর্যন্ত Nanjing University, P R China তে Postdoctoral Fellowship Program সম্পন্ন করেছেন। উক্ত গবেষণাকর্মের উপর 'A Tyrosinase-Responsive Nonenzymatic Redox Cycling for Amplified Electrochemical Imminosensing of Protein' শিরোনামে একটি গবেষণাপত্র সেপ্টেম্বর, ২০১৬ এবং 'An Integrated Redon

Cycling for Electrochemical Enzymatic Singal Enhancement' শিরোনামে আরেকটি গবেষণাপত্র নভেম্বর, ২০১৭ তে Analytical Chemistry Journal-এ প্রকাশিত হয়েছে।

আহমদ ইহসানুল কবীর

ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব দি রেড ক্রস এবং জেনেভা একাডেমি অব ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটারিয়ান ল এন্ড হিউম্যান রাইটস-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় ২৫ হতে ২৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত 'International Humanitarian Law for University Teachers, 2017' শীর্ষক 12th Advance International সেমিনারে আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আহমদ ইহসানুল কবীর অংশগ্রহণ করেন। ইউনিভার্সিটি অব জেনেভার ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটারিয়ান ল বিষয়ক অধ্যাপক মার্কো সাসোলি এবং আই.সি.আর.সি-র একাডেমিক এডভাইজার ইটানি কুস্টারের নিকট হতে তিনি পার্টিসিপেশন ডিপ্লোমা গ্রহণ করেন।

ক্রীড়া সংবাদ

'৩য় ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতা-২০১৭'-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্যোগে '৩য় ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতা ২০১৭'-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ১ নভেম্বর ভাষা শহীদ রফিক ভবন প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান।

প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন উপাচার্য

ক্রীড়া উপ-কমিটি (ইনডোর গেমস)-এর আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. অশোক কুমার সাহা-এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে ট্রেজারার অধ্যাপক মোঃ সেলিম ভূঁইয়া, ক্রীড়া কমিটির আহবায়ক অধ্যাপক মোহাঃ আলী নূর, রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ মোঃ সাইদুল হক সাদী ও স্পেশাল অলিম্পিকস বাংলাদেশ-এর জাতীয় পরিচালক ফারুকুল ইসলাম বক্তব্য প্রদান করেন।

এছাড়াও বক্তব্য প্রদান করেন লাইফ অ্যান্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ জাকারিয়া মিয়া। প্রতিযোগিতায় সার্বিক তত্ত্বাবধানে রয়েছেন সহকারী পরিচালক (শারীরিক শিক্ষা) গৌতম কুমার দাস। উল্লেখ্য, ২৩ অক্টোবর হতে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত চলা ৩য় ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতায় ৪টি গেমস (দাবা, ক্যারাম, টেবিল টেনিস ও ব্যাডমিন্টন)-এর ১৪টি ক্যাটাগরিতে প্রায় ৩৫০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। উল্লেখ্য, প্রতিটি ক্যাটাগরিতে প্রথম তিনজনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। উপাচার্য এসময় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন। এসময় বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

'৪র্থ আন্তঃবিভাগ ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০১৭'-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্যোগে ৩০ নভেম্বর '৪র্থ আন্তঃবিভাগ ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০১৭'-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ভাষা শহীদ রফিক ভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া উপ-কমিটি (ফুটবল)-এর আহ্বায়ক ড. মোহাম্মদ আব্দুল বাকীর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সাবেক সদস্য ফজলুর রহমান বাবুল, বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক কোচ ও ব্রাদার্স ইউনিয়ন লিঃ-এর পরিচালক সাজ্জাদ হোসেন সিদ্দিকী (লাভলু) এবং ক্রীড়া কমিটির আহবায়ক অধ্যাপক ড. মোহাঃ আলী নূর উপস্থিত ছিলেন।

৪র্থ আন্তঃবিভাগ ফুটবল প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অতিথি ও অন্যান্যরা

উল্লেখ্য, ১২ নভেম্বর হতে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত চলা ৪র্থ আন্তঃবিভাগ ফুটবল প্রতিযোগিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠ ধুপখোলায় অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনালে ফিন্যান্স বিভাগ উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করে। প্রতিযোগিতায় বাংলা বিভাগের শাকিল বেস্ট প্লেয়ার, বাংলা বিভাগ ফেয়ার প্লে দল এবং ফিন্যান্স বিভাগের দীপঙ্কর ঘোষ সেরা গোলদাতা নির্বাচিত হন। অনুষ্ঠানে উপাচার্য চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সংগঠন কার্যক্রম

জবি বিএনসিসি'র ব্যাটালিয়ন ক্যাম্পিং-এ সফল অংশগ্রহণ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনসিসি ক্যাডেট দল '২ বিএনসিসি ব্যাটালিয়ন রমনা রেজিমেন্ট-এর ব্যাটালিয়ন ক্যাম্পিং-২০১৭'-তে অংশগ্রহণ করে। ক্যাম্পিংটি ২৬ সেপ্টেম্বর হতে ২ অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ জন ক্যাডেট এবং একজন প্রফেসর আন্ডার অফিসার (পিইউও) অংশগ্রহণ করেন। ক্যাম্পে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাডেটরা অংশ নিয়ে দশটি পুরস্কার অর্জন করেন।

'বিশ্বায়নের যুগে উচ্চ শিক্ষা: প্রেক্ষিত দক্ষিণ এশিয়া' শীর্ষক সেমিনার

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ১৮ অক্টোবর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ সার্কেলের উদ্যোগে 'বিশ্বায়নের যুগে উ"চ শিক্ষা: প্রেক্ষিত দক্ষিণ এশিয়া (Higher Education in the age of Globalization: The Prospectives of South Asia)' শীর্ষক সেমিনার বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান

সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বলেন, "উচ্চশিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানো কৌশল অর্জন করতে হবে। উচ্চশিক্ষায় গবেষকদের তথ্যের নির্ভরতা বৃদ্ধি করতে হবে। পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার জন্য উচ্চশিক্ষা প্রয়োজন।"

তিনি আরো বলেন, "জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা মূলত শুরু হয় এম.ফিল এবং পিএইচ.ডি কার্যক্রম শুরুর মাধ্যমে। গবেষণার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ক্ষেত্র তৈরি হলেও ইতোমধ্যে শতাধিক গবেষক এম.ফিল ও পিএইচ.ডি করছে। এছাড়াও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক উন্নত দেশে উচ্চশিক্ষা বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম শুরু করেছে। তারা ফিরে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান আরো বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।"

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এশিয়ান স্টাডি সার্কেল, জবি-এর পরিচালক এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. অরুণ কুমার গোস্বামী। এছাড়াও সেমিনারে বিশেষ আলোচক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ নূরে আলম আব্দুল্লাহ, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর) পরিচালক ড. মনিরা জাহান এবং ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন বিভাগের চেয়ারম্যান জুনায়েদ আহমদ হালিম। এসময় বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জবি রোভার স্কাউট গ্রুপের বার্ষিক তাঁবুবাস, দীক্ষা ক্যাম্প ও ব্যাচ প্রদান অনুষ্ঠান

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী (২৬-২৮ অক্টোবর) 'বার্ষিক তাঁবুবাস, দীক্ষা ক্যাম্প ও ব্যাচ প্রদান অনুষ্ঠান-২০১৭' গাজীপুরস্থ বাহাদুরপুর রোভার স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ২৬ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবন চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ক্যাম্প চিফ এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের গ্রুপ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মোঃ মনিরুজ্জামান খন্দকার। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন রোভার স্কাউট লিডার ও রোভার সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ-কে বিশ্ব ঐতিহ্যের দলিল হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের আনন্দ র‍্যালি

জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (ইউনেস্কো) কর্তৃক 'স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ'-কে 'বিশ্ব ঐতিহ্যের দলিল (ওয়ার্ল্ডস ডকুমেন্টরি হেরিটেজ)' হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের উদ্যোগে ৬ নভেম্বর এক আনন্দ র‍্যালি বের হয়।

আনন্দ র‍্যালির একাংশ

র‍্যালিটি শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালিতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমানসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, ছাত্রনেতৃবৃন্দ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

রসায়ন বিভাগের এলামনাই এসোসিয়েশনের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগের উদ্যোগে এলামনাই এসোসিয়েশনের প্রথম পুনর্মিলনী-২০১৭ অনুষ্ঠান ২৪ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান। পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি হিসেবে উদ্বোধন করেন ট্রেজারার অধ্যাপক মোঃ সেলিম ভূঁইয়া।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন উপাচার্য

রসায়ন বিভাগের অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি মীর মাহবুব হাসান এর সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন রসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সৈয়দ আলম, অধ্যাপক ড. মোঃ শাহজাহান, অধ্যাপক ড. শামছুন নাহার। এছাড়াও স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী। অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা ও রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আবুল কালাম মোঃ লুৎফুর রহমান এবং সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ আমিনুল হকসহ বিভাগীয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

'৩য় আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় নারী বিতর্ক প্রতিযোগিতা'য় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটি রানার্স আপ

১৭ ও ১৮ নভেম্বর জাহাঙ্গীনগর বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেট অর্গানাইজেশন কর্তৃক আয়োজিত '৩য় আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় নারী বিতর্ক প্রতিযোগিতা'য় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটির '৭১ এর গণহত্যা' নামক দল অংশগ্রহণ করে এবং রানার্স আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। প্রতিযোগিতায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ ২৪টি বিশ্ববিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। ফাইনালের সেরা বিতার্কিক এবং ডিবেটর অফ দা টুর্নামেন্ট নির্বাচিত হন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সানজিদা আক্তার শম্পা।

জবি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

'বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ ইউনেস্কো কর্তৃক ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারি হেরিটেজ ঘোষণা ও মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন' উপলক্ষে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে ৫ ডিসেম্বর 'আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বলেন, "বঙ্গবন্ধু ইতিহাস ও রাজনীতির বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাঁর বক্তব্যের দূরদর্শীতার কারণে ৭ই মার্চ ভাষণ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দলিল হিসেবে গ্রহণীয় হয়েছে। 'বাঙালির ইতিহাস রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস'- তাঁর ভাষণের এক লাইনের মধ্যেই বিবৃত হয়েছে বাঙালি জাতির পুরো ইতিহাস।"

তিনি আরো বলেন, "৭ই মার্চের ভাষণে শুধুমাত্র মুক্তিকামী মানুষের কথাই উল্লেখ ছিল না, সারা বিশ্বে যেখানে যেখানে নিপীড়ন, শোষন, বঞ্চনা চলছে- তাদের ব্যাপারে এখনও প্রাসঙ্গিক বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। পৃথিবীর কোন সংঘর্ষ আলোচনার মাধ্যমে শেষ করা-এটাও তাঁর ভাষণের একটি শিক্ষা। প্রত্যেক দেশেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রয়েছে। বঙ্গবন্ধু ভাষণে বলেছেন, সেই সংখ্যালঘুদের দায়িত্ব সংখ্যা গরিষ্ঠদের নিতে। আজকের দিনেও বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ চিরভাস্মর হয়ে রয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতপ্রাপ্ত ৭ই মার্চ ভাষণ থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে তাই আরো বেশি গবেষণা প্রয়োজন।"

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সভাপতি ঋত্বিক রায়-এর সভাপতিত্বে প্রধান বক্তা হিসেবে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ, সাংস্কৃতি বিষয়ক উপ-কমিটির চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মঞ্চসারথী আতাউর রহমান এবং বিশেষ বক্তা হিসেবে আওয়ামী যুব মহিলা লীগের সদস্য ও জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী অঞ্জনা সুলতানা উপস্থিত ছিলেন।

সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম গাজীর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে রেজিস্ট্রার প্রকৌশলী মোঃ ওহিদুজ্জামান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের প্রধান উপদেষ্টা ও ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ আতিয়ার রহমান, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য সংস্কৃতি স্ট্যান্ডিং কমিটির আহ্বায়ক ও সমাজকর্ম বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবুল হোসেন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মোঃ তরিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক শেখ জয়নুল আবেদিন রাসেল বক্তব্য প্রদান করেন।

আলোচনা সভা শেষে সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সদস্যদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল একক ও দলীয় নৃত্য, গান, অভিনয় ও আবৃত্তি পরিবেশনা। এছাড়া অঞ্জনা সুলতানা দুটি গান পরিবেশন করেন। এসময় বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

‘বজ্রকণ্ঠ-শ্রেষ্ঠকণ্ঠ’ শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মহান স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণকে ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব প্রামাণ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃতি ও সংরক্ষণ করা উপলক্ষে ১০ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ছাত্রলীগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে ‘বজ্রকণ্ঠ-শ্রেষ্ঠকণ্ঠ’ শীর্ষক আলোচনা সভা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ উল্লেখ করে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ (ডিলু) বলেন, “বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণে নিহিত ছিল বাঙালি জাতির স্বাধীনতার মূল মন্ত্র। তাঁর ভাষণে ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সংগ্রাম ও স্বাধীনতার সংগ্রাম সোপান।”

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় ভূমি মন্ত্রী

তিনি আরো বলেন, “জাতির জনক বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীন হবার পর এদেশের প্রতিটি মানুষের জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা সম্পন্ন করে যেতে পারেন নি। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।”

বিশেষ অতিথি হিসেবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বলেন, “বঙ্গবন্ধু ইতিহাস ও রাজনীতির বিষয়ে সচেতন ছিলেন। ৭ই মার্চের বজ্রকণ্ঠে আমরা স্বাধীনতার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়েছি। তাঁর বক্তব্যের দূরদর্শীতার কারণে ৭ই মার্চ ভাষণ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দলিল হিসেবে গ্রহণীয় হয়েছে।”

আজকের দিনেও বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ চিরভাস্মর উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, “৭ই মার্চের ভাষণ মুখস্ত বা লেখার বিষয় নয়, হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করার বিষয়। তাঁর বক্তব্যের প্রতিটি শব্দে তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। ভাষণটি বিশ্ব ঐতিহ্যের স্থান করে নিয়েছে- একারণেই এই ভাষণটি বিশ্ববাসীর জন্য সমগ্র দিক দিয়ে শিক্ষনীয়।”

সভায় বাংলাদেশ ছাত্রলীগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মোঃ তরিকুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক শেখ জয়নুল আবেদিন রাসেল-এর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদের সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ এবং সাধারণ সম্পাদক এস এম জাকির হোসাইন। এসময় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, চেয়ারম্যান, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, ছাত্রনেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটি’র রজতজয়ন্তী পালিত

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটির রজতজয়ন্তী উপলক্ষে ১২ ডিসেম্বর ‘আনন্দ র‍্যালি’ বের হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান-এর নেতৃত্বে র‍্যালিটি পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটির মডারেটর, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ডিবেটিং সোসাইটির সদস্যবৃন্দ ও অন্যান্য শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। ভাষা শহীদ রফিক ভবনের সামনে কেক কেটে ও বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালের ১০ ডিসেম্বর সংগঠনটি যাত্রা শুরু করেছিল।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন ২০১৮

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন-২০১৮ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে ১৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন-২০১৮-এ সভাপতি পদে ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ও পরিচালক (গবেষণা) ড. এ. কে. এম. মনিরুজ্জামান এবং সাধারণ সম্পাদক পদে প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুল বাকী নির্বাচিত হয়েছেন।

সহ-সভাপতি পদে রসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সৈয়দ আলম, কোষাধ্যক্ষ পদে একাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও ছাত্রকল্যাণ পরিচালক মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আবদুস সামাদ নির্বাচিত হয়েছেন।

এছাড়াও সদস্য পদে- মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শামীমা বেগম, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ড. লীমা হক, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. হোসনে আরা বেগম, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক শিল্পী রানী সাহা, মার্কেটিং বিভাগের প্রভাষক বিদ্যুৎ কুমার বালো, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বিভাস কুমার সরকার, মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ জাকির হোসেন, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক দ্বীন ইসলাম, প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ আসাদুজ্জামান এবং ফিন্যান্স বিভাগের প্রভাষক মোঃ ইমরান হোসাইন নির্বাচিত হয়েছেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন-২০১৮-এর প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও মার্কেটিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. জহির উদ্দিন আরিফ ফলাফল ঘোষণা করেন। নির্বাচনে ৬২৪ জন ভোটারের মধ্যে ৪৬৫ জন শিক্ষক তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন।

উপাচার্যের সাথে নব-নির্বাচিত শিক্ষক সমিতির সদস্যবৃন্দ

নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় উপাচার্য মহোদয় তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আদর্শকে সমন্বিত রেখে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি আধুনিক এবং আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সবাইকে একসাথে কাজ করার আহবান জানান।

প্রধান পৃষ্টপোষক: অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান, উপাচার্য এবং পৃষ্টপোষক: অধ্যাপক ড. মোঃ সেলিম ভূঁইয়া, ট্রেজারার
সম্পাদনায়: সম্পাদনা পর্ষদ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ত্রৈমাসিক বার্তা ২০১৭-১৮
ফোন: ৭১১০৪১৫, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৮৭১১৮৪৪৯, ওয়েবসাইট: www.jnu.ac.bd
সার্বিক সহযোগিতায়: জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।